ইতিহাসের মনোরথ

কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ইতিহাসের ম্যাগাজিন

(২০২১-২০২২)

তত্ত্বাবধায়কঃ

ইতিহাস বিভাগ, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক বিবেকানন্দ হালদার,
অধ্যাপক তপোবন ভট্টাচার্য্য,
অধ্যাপক আকতাব-উদ্দিন শেখ

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা

আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫ সাল) অক্ষশক্তি সমর্থনকারী **সুভাষচন্দ্র বসু**, রাসবিহারী বসুর মতো কয়েকজন সংগ্রামী নেতার চেষ্টায় গড়ে ওঠা ভারতীয় স্বাধীনতাকামী সামরিক বাহিনী। ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি সুভাষ বসু গোপনে কলকাতা ত্যাগ করে জার্মানিতে গমন করেন। বার্লিনে তিনি জার্মানির সমর্থনে ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন এবং বার্লিন বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে তাঁর ধ্যানধারণা প্রচার করতে থাকেন। জার্মানি থেকে তিনি জাপানের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ সময়ই জার্মানির ভারতীয় সম্প্রদায় সুভাষকে 'নেতাজী' উপাধি দেয়। এখানেই 'জয় হিন্দ' স্লোগানের জন্ম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জাপানিদের অস্বাভাবিক সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থানরত ভারতীয়দের স্বাধীনতার ব্যাপারে উত্তেজিত করে তোলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত স্বাধীনতাকামী ছোট ছোট সংঘ গড়ে ওঠে। এরকমই একটি সংঘের নেতা ছিলেন প্রীতম সিং। প্রীতম সিং ও জাপানি সেনানায়ক মেজর ফুজিহারা বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি ভারতীয় বাহিনী গঠনের জন্য জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ সেনানায়ক ৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে জাপান সরকারের প্রতিনিধি মেজর ফুজিহারার হাতে তুলে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মোহন সিং-এর কাছে তাদের সমর্পণ করেন। এটাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

পরবর্তীকালে জাপানিরা মালয় উপদ্বীপ অতিক্রম করে ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর দখল করে। তারা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে এবং ১৯৪২ সালের ৭ মার্চ রেঙ্গুন অধিকার করে। খ্যাতনামা বিপ্লবী **রাসবিহারী বসু** এ সময়ে জাপানে অবস্থান করছিলেন। ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রাসবিহারী টোকিওস্থ ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এক সভায় আহবান করেন। সভায় স্থির হয়, জাপানের অধিকৃত সমুদয় স্থানের ভারতীয় অধিবাসীদের নিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ স্থাপন এবং ভারতীয় সেনানায়কদের অধীনে ভারতের একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের ১৫ জুন ব্যাংককে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জুন ১৯৪২ পর্যন্ত অধিবেশন চলে এবং ৩৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র বসুকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।ব্যাংকক সম্মেলনের আগেই ১৯৪২ সালের এপ্রিলে মোহন সিং ভারতীয় সেনানায়কদের নিয়ে একটি সভা করেন এবং একটি বিধিবদ্ধ বাহিনী সংগঠিত করেন। ব্যাংকক সম্মেলনে এ সংগঠিত বাহিনী গঠনের বিষয়টি গৃহীত হয় এবং মোহন সিং-এর সেনাপতি নির্বাচিত হন। সম্মেলনে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি ৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকর সমিতি গঠিত হয় এবং রাসবিহারী বসু হন এর সভাপতি। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

সংকলকঃ **পবিত্র প্রামাণিক, দ্বিতীয় বর্ষ**

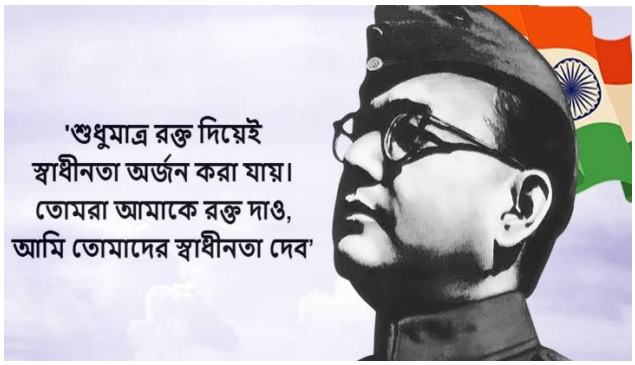

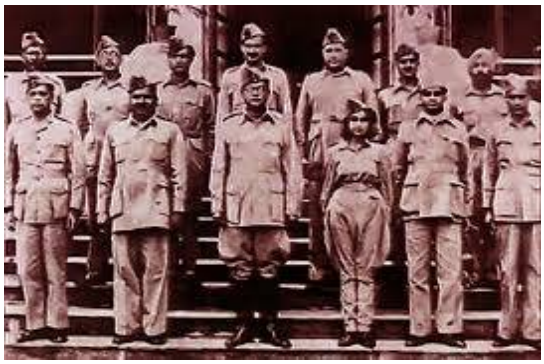

<u>আন্দামানে নেতাজীর সেলুলার জেল পরিদর্শন</u>

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান

সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই। জাপান, জার্মানিসহ আরো ৬ টি রাষ্ট্র এই অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।জাপান সরকার তার অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারকে অর্পণ করে। এদের নতুন নাম হয় যথাক্রমে শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ। পরাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর আন্দামানে উপস্থিত হয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জয় হিন্দ ধ্বনি দিয়ে তিনি বাহিনীর জওয়ানদের উদ্‌বুদ্ধ করেন। নেতাজি ঘোষণা করেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত করা।

আন্দামান থেকে সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে যান এবং সেখান থেকে ভারত অভিযান শুরু করেন। প্রথমে আজাদ হিন্দফৌজ আরাকান দখল করে (৪ ফেব্রুয়ারি , ১৯৪৪ খ্রি.)। তারপর ১৮ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্মদেশে অতিক্রম করে ভারতের মাটি স্পর্শ করে। মণিপুরের মৈরাং-এ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন (১৪ এপ্রিল) করা হয়। মণিপুরের কোহিমা শহরটি আজাদ হিন্দ ফৌজ দখল করে। এরপর শুরু হয় ইম্ফল দখলের লড়াই। কিন্তু, প্রবল প্রকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য একাধিক কারণ এই ফৌজের সব ধরনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়।এরপরই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণে জাপান বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে, জাপানের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। অবশেষে জাপানিদের দ্বারা অস্ত্র, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শেষমেষ আজাদ হিন্দ বাহিনী কে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে উন্নীত করে। আজাদি সেনাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, তাঁরা একই পতাকাতলে ভারতের সব ধর্ম ও জাতির মানুষকে একত্রিত করেছিলেন। ধর্মীয় ভেদ বুদ্ধির উর্ধ্বে তাঁরা একতা ও সংহতির আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন।

সংকলকঃ **হরিদাস ঘোষাল , তৃতীয় বর্ষ**